হযরত ইমাম হাসান-হোসাইনের ফযিলত

১। হযরত সাআদ ইবনে ওয়াক্কাছ রাদিয়াল্লাহু আন্হুর সূত্রে ইমাম মুসলিম রেওয়ায়াত করেছেন-

لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ "نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ" دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَ فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَ حُسَيْنًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِيْ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

অর্থঃ যখন নাজরানের খৃষ্টানদের সাথে মোবাহালার আয়াত নাযিল হলো- আয়াতটি হলো- "নাদউ আব্নাআনা ওয়া আবনাআকুম, ওয়া নিছাআনা ওয়া নিছাআকুম, ওয়া আনফুছানা ওয়া আন্ফুছাকুম, ছুম্মা নাব্তাহিল"- তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী, হযরত ফাতেমা এবং ইমাম হাসান ও হোসাইনকে ডেকে এনে এই বলে দোয়া করলেন- হে আল্লাহ! এরাই আমার আহলে বাইত (বংশধর ও আওলাদ)- ইমাম মুসলিম।
(আল্লাহ পাক বল্লেন- নবীর ছেলে, নবীর স্ত্রী ও নবী নিজে উপস্থিত হয়ে মোবাহালা করুন। নবীজী ঐ চার জনকে হাযির করে বললেন- এরাই আমার সন্তান ও বংশধর)।

عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ اِلٰى جَنْبِهٖ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ اُخْرٰى وَيَقُوْلُ اِنَّ ابْنِيْ هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُّصْلِحَ بِهٖ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

২। অর্থঃ হযরত আবু বাকরাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন- আমি দেখেছি- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার শরীফের উপর বসা আর হযরত ইমাম হাসান তাঁর পার্শ্বে বসা। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপস্থিত লোকদের দিকে তাকাচ্ছেন- আর একবার ইমাম হাসানের দিকে তাকাচ্ছেন। তিনি উপস্থিত সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন- "আমার এই বেটা সাইয়েদ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আমার এই সন্তানের মাধ্যমে দুটি বিরাট বাহিনীর মধ্যে সমঝোতা ও আপোষ করে দিবেন।" (বুখারী শরীফ)।

[হযরত ইমাম হাসান যখন খিলাফত লাভ করেন এবং ছয়মাস অতিবাহিত হয়, তখন তিনি তাঁর বাহিনী ও হযরত মুয়াবিয়ার বাহিনীর মধ্যে আপোষ করে খিলাফত হযরত মুয়াবিয়ার হাতে হস্তান্তর করেন। এদিকেই এই হাদীসের ইঙ্গিত। ইমাম হাসান (রাঃ) হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)কে খলিফা বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।। সুতরাং তাঁর খেলাফত বৈধ। এই হাদীসে নবীজীর ইলমে গায়েব-এর প্রমান বিদ্যমান।]

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ

৩। অর্থঃ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "হাসান ও হোসাইন বেহেস্তবাসী যুবকদের সর্দার।" (তিরমিজি শরীফ) বেহেস্তবাসী সকলেই যুবক হবেন।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَلْحَسَنُ اَشْبَهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ اِلَى الرَّأْسِ وَ الْحُسَيْنُ اَشْبَهُ النَّبِيَّ مَا كَانَ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৪। অর্থঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন- "ইমাম হাসান (রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিনা মোবারক থেকে মাথা পর্যন্ত অংশের সাদৃশ ছিলেন এবং ইমাম হোসাইন ছিলেন সিনা মোবারক থেকে নিম্নাংশের সাদৃশ।" (তিরমিজি)

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسَيْنٌ مِّنِّيْ وَاَنَا مِنْ حُسَيْنٍ اَحَبَّ اللّٰهُ مَنْ اَحَبَّ حُسَيْنًا – حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِّنَ الْاَسْبَاطِ (رواهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫। অর্থঃ হযরত ইয়ালা ইবনে মুররা রাদিয়াল্লাহু আন্হু বর্ণনা করেন- নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "হোসাইন আমা হতে এবং আমি হোসাইন হতে। হোসাইনকে যারা ভাল বাসবে- আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসবেন। হোসাইন আমার সন্তানের সন্তান- (যার বংশ বৃদ্ধি পাবে বেশী")। (তিরমিজি)।